সংবাদ

তারিখ 19 SEP 2017 পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৫ ......

সংবাদ

তথ্য অধিকার আইনে পাওয়া তথ্য

রংপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরে টেন্ডার নিয়ে নানা অনিয়ম দুর্নীতি

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন (১)

রংপুরে অবস্থিত শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে চলছে তুঘলকি কারবার। টেন্ডার আহ্বান করলেই শতকরা ৫ ভাগ আগাম ঘুষ ছাড়া কাজ দেয়া হয় না। আবার বিল নেয়ার সময় দিতে হয় শতকরা ৩ ভাগ অর্থ ঘুষ হিসেবে। কোন নিয়মনীতির বালাই নেই। টাকা দিলেই দাখিল করা দরপত্র পরিবর্তন করা, আগাম বিল প্রদানসহ নানান অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে নির্বাহী প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন মজুমদারের বিরুদ্ধে। এছাড়াও একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর শ্যালকের টেন্ডারবাজি নিয়ে চলছে তুলকালাম কাণ্ড। এসব নিয়ে দুই পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ প্রথম পর্ব।

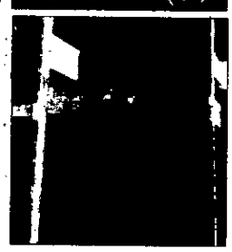

তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করে তথ্য না পেয়ে অবশেষে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করার পর দীর্ঘ প্রায় ৬ মাস পর পাওয়া তথ্য অনুসন্ধান করে জানা গেছে নানান অনিয়মের চিত্র।

জানা গেছে, গত ২০১৬ অর্থবছরের ২৪ আগস্ট শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর রংপুর জোনের নির্বাহী প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন মজুমদার রংপুর ও গাইবান্ধা জেলায় বিভিন্ন হাইস্কুল ও কলেজের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ কাজের টেন্ডার আহ্বান করেন। যার টেন্ডার নম্বর ৪ তারিখ ২৪.০৮.১৬ইং। প্রতিটি কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল এক কোটি টাকার ওপর। এসব টেন্ডারের বেশিরভাগ টেন্ডারে প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে শতকরা ১০ ভাগ কম দরে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো টেন্ডার দাখিল করে। কিন্তু নির্বাহী প্রকৌশলী তা পছন্দের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছে শতকরা ৫ থেকে ৬ ভাগ হারে ৫ থেকে ৮ লাখ টাকা করে নিয়ে পছন্দের ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করেন। এখানে নিয়ম অনুযায়ী সবগুলো টেন্ডার শতকরা ১০ ভাগ নিম্নে হওয়ায় লটারির মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচন করার নিয়ম থাকলেও তা করা হয়নি। নির্বাহী প্রকৌশলীর দেয়া তথ্য অধিকার আইনে চাহিত তথ্য থেকে জানা যায়, রংপুর নগরীর লালকুঠি স্কুল অ্যান্ড কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১ কোটি ৭৭ লাখ ৯৭ হাজার ৬৭১ টাকা ওই টেন্ডারে ৫টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছিল প্রত্যেককেই শতকরা ১০ ভাগ নিম্ন দরে টেন্ডার প্রদান করলেও নির্বাহী প্রকৌশলী ৮ লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে টেন্ডারের সাথে দাখিল করা চাহিত কাগজ পত্র পরির্তন করে মেসার্স কামরুজ্জামান নামে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কাজটি প্রদান করেন। একই ভাবে রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার কুতুবপুর ডিগ্রি কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ যার প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১ কোটি ২০ লাখ ৮৭ হাজার ৩৯৪ টাকা। সেই টেন্ডারে ৫টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সকলেই

রংপুর : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

রংপুর : শিক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১০ ভাগ নিম্ন দরে দরপত্র দাখিল করলেও লটারি না করে বিনিময় ট্রেডাস নামে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কাজটি প্রদান করেন বিনিময়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঘুষ নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। একই ভাবে বদরগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের টেন্ডারে ৭টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছিল প্রত্যেকে ১০ ভাগ নিম্নদরে টেন্ডার দাখিল করলেও সোহেল এন্টারপ্রাইজ নামে এক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কাজটি প্রদান করেন বিপুল পরিমাণ অর্থ ঘুষ নিয়ে। একই ভাবে রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার বালারহাট আদর্শ কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজে ৯টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান শতকরা ১০ ভাগ কম দরে টেন্ডার দাখিল করলেও লটারি না করে কামরুজ্জামান নামে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কাজ প্রদান করা হয়। এভাবেই পীরগঞ্জ উপজেলার মাদারগঞ্জ কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের টেন্ডারে ৯ জন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান একই দরে শতকরা ১০ ভাগ নিম্ন দরে টেন্ডার দাখিল করলেও আনোয়ার ট্রেডাস এক প্রতিষ্ঠানকে লটারি না করে কাজ প্রদান করে। এভাবেই কাউনিয়ার মীরবাগ ডিগ্রি কলেজের কাজে ৮টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছিল শতকরা ১০ ভাগ নিম্ন দরে, তার পরেও ইঞ্জিনিয়ারিং সেল নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে শতকরা ৯ দশমিক ৮ ভাগ নিম্ন দর দেখিয়ে কাজটি প্রদান করেন। এখানে ওই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের দাখিল করা টেন্ডারের দর [illegible] পরিবর্তন করে তাকে সর্বনিম্ন টেন্ডার দাতা দেখান নির্বাহী প্রকৌশলী বলে অভিযোগ ঠিকাদারদের। অন্যদিকে গাইবান্ধা জেলার ৯টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ যার প্রতিটির প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১ কোটি টাকার উপরে এখানে আবার নতুন কৌশল অবলম্বন করেছেন নির্বাহী প্রকৌশলী পলাশবাড়ী আদর্শ ডিগ্রি কলেজের কাজে ৮টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছিল এখানে ইসমাইল হোসেন নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে কৌশলে তার টেন্ডারের কাগজপত্র পরির্বতন করে ৯ দশমিক ৩২১ কম দর দেখিয়ে তাকে সর্বনিম্ন টেন্ডারদাতা দেখিয়ে কাজটি প্রদান করেন। একই কাজ করেছেন গাইবান্ধার শাহারগাছী আদর্শ কলেজ গোবিন্দগঞ্জ এর একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের টেন্ডারে ১০টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অংশ নিলেও মতলুবসার রহমান নামে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে শতকরা ৯ দশমিক ৫৩৪ নিম্ন দরে টেন্ডার দাখিল করা দেখিয়ে সর্ব নিম্ন দরপত্রদাতা বানিয়েছেন নির্বাহী প্রকৌশলী। অন্যদিকে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার উদাখালি মহিলা কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজে ১০টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান শতকরা ১০ ভাগ নিম্ন দরে টেন্ডার দাখিল করলেও লটারি না করে সোহেল পারভেজ নামে প্রতিষ্ঠানকে কাজটি প্রদান করেন। অন্যদিকে আবার গাইবান্ধা সদরের লেংগা বাজার আইডিয়াল কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের টেন্ডারে ১৩টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অংশ নিলেও এখানে আবার শাহাদত হোসেন নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে শতকরা ৯ দশমিক ৩৪৯ নিম্ন দরে কাজটি প্রদান করেন। এভাবেই গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ধুবনী কঞ্চিবাড়ি কলেজের টেন্ডারে ১৪টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অংশ নিলেও এখানে নির্বাহি প্রকৌশলী মাস কন্সট্রাকশন নামে প্রতিষ্ঠানকে শতকরা ৯ দশমিক ৭১৫ ভাগ নিম্নদর দেখিয়ে কাজটি প্রদান করেন। এভাবেই বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী প্রায় ২ কোটি টাকা ঘুষ নিয়ে কখনো পছন্দের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাগজ পরিবর্তন করে কৌশলে সর্বনিম্ন দরপত্রদাতা বানিয়েছেন কখনোবা একই দরে টেন্ডার দাখিল করার পরেও লটারি না করে ক্ষমতার অপব্যবহার করে টেন্ডারের কাগজ পরিবর্তন করেছেন। এসব কাজ তিনি অফিসের একজন উপসহকারী প্রকৌশলীকে নিয়ে অফিসের বাইরে টেন্ডারের কাগজপত্র পরিবর্তন করে সর্বনিম্ন দরপত্রদাতা বানিয়ে কাজ [illegible] ঠিকাদাররা অভিযোগ করেছে টেন্ডার দাখিল করার আগে থেকে নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে যোগাযোগ করে আগাম ঘুষ না দিলে কাজ পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, যে প্রতিষ্ঠান ঘুষের পরিমান বেশী দেয় তাকেউ উনি কাজ প্রদান করেন। এভাবেই একটি টেন্ডার থেকেই ২ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে ওই কর্মকর্তা। এছাড়াও চলতি অর্থবছরের জুন মাসে আবার মোটা অংকের ঘুষ নিয়ে অনেক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ না হওয়ার পরেও আগাম বিল প্রদান করেছেন তিনি। এভাবে গত ২ বছরে অনেক টেন্ডারে চরম ঘাপলা করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি। ঠিকাদারদের অভিযোগ বর্তমান নির্বাহী প্রকৌশলীর আমলে আহ্বান করা ঠিকাদারদের দাখিল করা টেন্ডার এবং যাদের সর্বনিম্ন বানিয়েছেন তাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করলেই অনেক রহস্য বেরিয়ে আসবে বলে ঠিকাদাররা জানিয়েছেন।

সার্বিক বিষয়ে জানতে নির্বাহী প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন মজুমদারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো পুরোটাই মিথ্যা এবং সাজানো বলে দাবি করেন।